কালের কণ্ঠ

তারিখ 03 FEB 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জাবির বাসচালককে মারধর

সাভারে প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের হামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার (ঢাকা) ▷

সাভারে বিআরবি কেবলসের একটি বিক্রয়কেন্দ্রে চুরির ঘটনায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক পরিবহন চালককে মারধরের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষার্থীরা মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ করে বিক্রয়কেন্দ্রটিতে ভাঙচুর চালিয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের সাভার থানা বাসস্ট্যান্ডের অদূরে পাকিজা ডায়িং অ্যান্ড প্রিন্টিং মিলের কাছে সুহাসী টাওয়ারে বিআরবির নিজস্ব বিক্রয়কেন্দ্রে ঘটনাটি ঘটে।

এ সময় সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে বেসরকারি একটি টিভি চ্যানেলের ক্যামেরাপারসনকে মারধর করা হয়। এ ঘটনায় অন্তত তিনজন আহত হয়েছে। পরে সাভার মডেল থানার বিপুলসংখ্যক পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ বিআরবি কেবলসের জেনারেল ম্যানেজার মেজর (অব.) সাঈদুর রহমানকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানা হেফাজতে নিয়েছে।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, সোমবার দিবাগত রাতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বহন করার কাজে নিয়োজিত একটি বাসে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিলে বাসটি ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের পাকিজা ডায়িং অ্যান্ড প্রিন্টিং মিলসংলগ্ন সুহাসী টাওয়ারের সামনে রাখেন এর চালক শামীম। এরপর বাসটির নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে বাসেই ঘুমিয়ে পড়েন তিনি।

এদিকে বাসের কাছেই সুহাসী টাওয়ারে বিআরবি কেবলসের শোরুমে রাতে কে বা কারা ঢুকে মূল্যবান তার চুরি করে। পরে সকাল ৮টার দিকে বিআরবি কেবলসের লোকজন শোরুমে এসে তালা কাটা দেখে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই বাসে ঘুমিয়ে থাকা চালক শামীমের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ এনে বিক্রয়কেন্দ্রে নিয়ে দিনভর আটকে রেখে পিটিয়ে চুরির স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা চালায়। বিকেল ৪টার দিকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীভর্তি ঢাকাগামী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বাস ওই স্থান অতিক্রম করার সময় একই বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেকটি বাস ওখানে অবস্থানরত দেখতে পায় শিক্ষার্থীরা। বিষয়টি জানতে এসে শিক্ষার্থীরা বাসের চালক শামীমকে আটক অবস্থায় দেখতে পায়। শামীমের ওপর অত্যাচার করা হয়েছে জানতে পেরে বিআরবি কেবলসের বিক্রয়কেন্দ্রে ব্যাপক ভাঙচুর করে তারা। বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা বিক্রয়কেন্দ্রটির জেনারেল ম্যানেজার অবসরপ্রাপ্ত মেজর সাইদুর রহমানকে পিটিয়ে আহত করে এবং প্রায় আধা ঘণ্টা ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে রাখে। এ সময় হামলা-ভাঙচুরের ছবি সংগ্রহ করতে গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা একটি বেসরকারি টেলিভিশনের ক্যামেরাপারসনকে মারধর করে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

সাভার মডেল থানার ওসি (তদন্ত) আবু সাঈদ আল-মামুন জানান, ঘটনাটি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত এ ব্যাপারে থানায় মামলা হয়নি। অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রীনগর জে সি বোস কলেজে তালা

মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি ▷

বিধি অমান্য করে দুই শিক্ষার্থীকে এইচএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণের সুযোগ দেওয়ায় মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগর জে সি বোস ইনস্টিটিউশন ও কলেজে তালা দিয়ে বিক্ষোভ করেছে শিক্ষার্থীরা। এ সময় তারা কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এস এম ফজলে সোবহানের অপসারণ দাবি করে। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেয়। মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

এ ব্যাপারে কলেজ পরিচালনা কমিটির সদস্য আলী নূর জানান, নিয়ম অনুযায়ী ইন্টারমিডিয়েট (এইচএসসি) পরীক্ষার জন্য নির্বাচনী পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। ওই পরীক্ষায় অংশ নেওয়া চারটি বিষয়ে অকৃতকার্য ২৪ জনকে চূড়ান্ত পরীক্ষায় অযোগ্য বলে ঘোষণা করে কলেজ কর্তৃপক্ষ।

আন্দোলনকারীরা জানায়, কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এস এম ফজলে সোবহান কাউকে না জানিয়ে নির্বাচনী পরীক্ষায় অযোগ্যদের মধ্য থেকে সুমা আক্তার ও ফাহাদ খান নামের দুজনকে অর্থের বিনিময়ে ফরম পূরণ করার সুযোগ দেন। অথচ বাকি ২২ জনকে সেই সুযোগ দেওয়া হয়নি। এ কারণে তারা আন্দোলনে নেমেছে।

শিক্ষার্থী সিহাব বলে, 'আমাদেরকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে, না হয় ওই দুজনকেও বাতিল করতে হবে। আমরা কলেজ পরিচালনা কমিটির সভাপতি স্থানীয় এমপি সুকুমার রঞ্জন ঘোষের কাছে একাধিকবার ধরনা দিলেও বিষয়টি সুরাহা না হওয়ায় কলেজের মূল ভবনসহ একাধিক কক্ষে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছি।'

কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এস এম ফজলে সোবহান বলেন, 'ভিন্ন একটি চাপের কারণে তাদেরকে সুযোগ দিতে হয়েছে। তবে তারা যাতে পরীক্ষা দিতে না পারে সে ব্যাপারে পরিচালনা কমিটির সঙ্গে বৈঠক করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'